[বাংলাদেশ গেজেট, জুলাই ১৮, ২০১৩, ৬ষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত]

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ আষাঢ় ১৪২০/৯ জুলাই ২০১৩

এস. আর. ও. নম্বর ২৪৭-আইন/২০১৩।—ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নম্বর আইন) এর ধারা ৮১, ধারা ১৩ এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই প্রবিধানমালা উপজেলা ও ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন প্রবিধানমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) "আইন" অর্থ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নম্বর আইন);

(২) "ইউনিয়ন কমিটি" অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধিন গঠিত ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি;

(৩) "উপজেলা কমিটি" অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধিন গঠিত উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি;

(৪) "জেলা কমিটি" অর্থ আইনের ধারা ১০ এর অধিন গঠিত জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি;

(৫) "তহবিল" অর্থ পরিষদের তহবিল, জেলা কমিটির তহবিল, উপজেলা কমিটির তহবিল এবং ইউনিয়ন কমিটির তহবিল;

(৬) "পরিষদ" অর্থ আইনের ধারা ৫ এর অধিন গঠিত পরিষদ; এবং

(৭) "ফরম" অর্থ এই প্রবিধানমালার কোন ফরম।

৩। **উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন।**—(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক উপজেলায় উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি নামে একটি উপজেলা কমিটি থাকিবে, যাহা নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, যিনি উহার সভাপতি হইবেন;

(খ) ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (পদাধিকারবলে);

(গ) মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (পদাধিকারবলে);

(ঘ) চেয়ারম্যান, বি. আর. ডি. বি. (পদাধিকারবলে);

(ঙ) পৌরসভা, যদি থাকে, এর মেয়র বা মেয়র কর্তৃক মনোনিত একজন প্রতিনিধি;

(চ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার (পদাধিকারবলে);

(ছ) উপজেলা কৃষি অফিসার (পদাধিকারবলে);

(জ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার (পদাধিকারবলে);

(ঝ) উপজেলা মৎস্য অফিসার (পদাধিকারবলে);

(ঞ) থানা অফিসার-ইন-চার্জ (পদাধিকারবলে);

(ট) উপজেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা অফিসার (পদাধিকারবলে);

(ঠ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার (পদাধিকারবলে);

(ড) অধ্যক্ষ, স্থানীয় সরকারি/বেসরকারি মহাবিদ্যালয় (পদাধিকারবলে);

(ঢ) কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (পদাধিকারবলে);

(ণ) প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় সরকারি/বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (পদাধিকারবলে);

(ত) অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনিত জনপ্রশাসনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুই জন প্রতিনিধি; এবং

(থ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি উহার সদস্য সচিব হইবেন।

(২) উপজেলা কমিটির মনোনিত সদস্যগণ তাঁহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসর ছয় মাসের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অধিদপ্তর যে কোন সময় তৎকর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়ন বাতিল করিয়া নতুন কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

৪। **ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন।**—আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি নামে একটি ইউনিয়ন কমিটি থাকিবে, যাহা নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ

(ক) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, যিনি উহার সভাপতি হইবেন ঃ

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য;

(গ) ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের সকল সদস্য;

(ঘ) মেডিকেল অফিসার, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র;

(ঙ) ইউনিয়ন উপ সহকারি কৃষি অফিসার;

(চ) ইউনিয়ন ভূমি সহকারি কর্মকর্তা;

(ছ) গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইউনিয়ন দলনেতা (পুরুষ);

(জ) ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রের উদ্যোক্তা (পুরুষ);

(ঝ) স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক; এবং

(ঞ) সচিব, ইউনিয়ন পরিষদ যিনি উহার সদস্য-সচিব হইবেন।

৫। **উপজেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**।—উপজেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে পরিষদ বা জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা, যদি থাকে, প্রতিপালন করা;

(খ) পরিষদ বা জেলা কমিটির কার্যাবলি সম্পাদনে পরিষদ বা জেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

(গ) ভোক্তা অধিকার বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচার কার্যক্রম পরিচালনাসহ (যেমন-প্যাম্পলেট, লিফলেট, ইত্যাদি বিতরণ ও পোস্টার, ইত্যাদি টানানো) সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা;

(ঘ) উপজেলা পর্যায়ের পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ ভোক্তাদের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলি তদারক ও পরিবীক্ষণ করা;

(ঙ) পরিষদ বা জেলা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা; এবং

(চ) উপরি-উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

৬। **ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**।—ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে পরিষদ বা জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা , যদি থাকে, প্রতিপালন করা;

(খ) পরিষদ বা জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটির কার্যাবলি সম্পাদনে পরিষদ বা জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

(গ) ভোক্তা অধিকার বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচার কার্যক্রম পরিচালনাসহ (যেমন-প্যাম্পলেট, লিফলেট, ইত্যাদি বিতরণ ও পোস্টার, ইত্যাদি টানানো) সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা;

(ঘ) ইউনিয়ন পর্যায়ে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ ভোক্তাদের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলি তদারক ও পরিবীক্ষণ করা;

(ঙ) পরিষদ বা জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা; এবং

(চ) উপরি-উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

৭। **উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির সভা**।—(১) এই প্রবিধানমালার অন্যান্য প্রবিধান সাপেক্ষে, উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি এর সভা উহার সদস্য-সচিব সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে নির্ধারিত স্থান ও সময়ে আহ্বান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি মাসে উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি এর সভাপতি উক্ত কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং ইউনিয়ন কমিটির ক্ষেত্রে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ও মেডিকেল অফিসারের অনুপস্থিতিতে ইউনিয়ন পরিষদের একজন প্যানেল চেয়ারম্যান ক্রমিকানুযায়ী সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অন্যূন ৭ (সাত) জন সদস্যের উপস্থিতিতে উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি এর সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) শুধু কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন ফোরামে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। **উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির তহবিল**।—পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির তহবিলে জমা হইবে।

৯। **উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির তহবিলের ব্যয় এবং পরিচালনা**।—(১) এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে উহার তহবিলে রক্ষিত অর্থ হইতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে।

(২) উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির পক্ষে মামলা দায়ের এবং উহার বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে।

(৩) ল্যাবরেটরি পরীক্ষা, উহার ধরন অনুসারে, করিতে বা করাইতে পারিবে এবং উক্তরূপ পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে বা গবেষণাগারে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিতে পারিবে।

(৪) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৩ এ উল্লিখিত খাতসমূহের মধ্যে উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির জন্য প্রযোজ্য, এইরূপ খাতে পরিষদের ন্যায় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ব্যয় নির্বাহের পূর্বে পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) ব্যতিত উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় উহার তহবিল হইতে, সময়ে সময়ে, নির্বাহ করা হইবে এবং উক্তরূপ ব্যয় সংক্রান্ত একটি ত্রৈমাসিক বিবরণী পরিষদের নিকট পেশ করিবে।

(৬) উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব এবং ইউনিয়ন কমিটির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে, পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত তফসিলি ব্যাংকে জমাকৃত উপজেলা ও ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে এবং তাঁহারা উক্ত তহবিল পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি ও পরিষদ এর নিকট দায়ী থাকিবেন।

১০। **উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি**।—(১) উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির সভাপতির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির সদস্য সচিব তহবিলের যাবতীয় হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন।

(২) উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির তহবিলের যাবতীয় অর্থের ব্যয় ও হিসাব সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব উপজেলা কমিটির নিকট ও ইউনিয়ন কমিটির সদস্য সচিব ইউনিয়ন কমিটির নিকট দায়ী থাকিবেন এবং উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে।

(৩) উপজেলা কমিটির তহবিল ও ইউনিয়ন কমিটির তহবিলের জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী **"ফরম-ক"** অনুসারে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং আইনের ধারা ১৬ এর অধিন হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষার কাজে সহায়তার জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল কাগজাদি, তথ্য, ভাউচার, ইত্যাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং এ সংক্রান্ত একটি পৃথক রেজিস্টারে সকল তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর উপজেলা কমিটির তহবিল ও ইউনিয়ন কমিটির তহবিল এর হিসাব বিবরণী **"ফরম-খ"** অনুসারে পরিষদের সচিবের নিকট দাখিল করিবে এবং পরিষদের সচিব উক্ত বিবরণী পরিষদ সভায় উপস্থাপন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি উহার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণী প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত উহার সভায় উপস্থাপন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাদি, আপত্তি থাকিলে, উহাসহ, পরিষদের নিকট দাখিল করিবে।

(৫) উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির সদস্য সচিব প্রতি অর্থ বৎসর শেষে উপজেলা কমিটির তহবিল ও ইউনিয়ন কমিটির তহবিল এর ক্যাশ বহি ও ব্যাংক একাউন্টের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করিবেন;

(৬) প্রবিধান ৯ এ উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অর্থের অব্যয়িত হিসাব (যদি থাকে) প্রতি বৎসর ১৫ জুন তারিখের মধ্যে অর্থ বরাদ্দকৃত কর্মকর্তা বরাবর প্রদান করিতে হইবে।

(৭) জেলা কমিটির তহবিল ও ইউনিয়ন কমিটির তহবিল এর অর্থ ব্যয়ের জন্য **"ফরম-ক"** অনুসারে জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী রেজিস্টার, দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটির সদস্য সচিব সংরক্ষণ করিবেন।

১১। **আয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারি শ্রেণীবিন্যাস**।—(১) উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক সকল আয় ও ব্যয় পৃথক হিসাবের খাতে বিন্যাস করিতে হইবে।

(২) সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ পৃথকভাবে প্রতিটি হিসাবের খাতে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরিক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৩ এবং এই প্রবিধানমালার প্রবিধান ৯ এ উল্লিখিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে, প্রয়োজন অনুযায়ী, নির্ধারিত অর্থের হিসাব পৃথকভাবে যথাযথ হিসাবের খাতে নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

১২। **বাজেট**।—প্রত্যেক উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি উহার কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহার যথার্থতা উল্লেখপূর্বক, সরকারের নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে, পরিষদের নিকট প্রতি বৎসর, পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পেশ করিবে।

১৩। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি যথাযথভাবে উহার তহবিলের হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, বা তাঁহার নিকট হইতে এতদ্‌উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রতি বৎসর উপজেলা কমিটির তহবিল ও ইউনিয়ন কমিটির তহবিল এর হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধিন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদ্‌উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি এর সকল রেকর্ড, দলিল ও কাগজপত্র, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং উপজেলা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি এর যে কোন সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

উপজেলা/ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি

"ফরম-ক"

[উপজেলা ও ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর প্রবিধান ১০(৩) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা/ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির তহবিলের জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী ঃ

অর্থ বৎসর ঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সদস্য সচিবের নাম ও পদবি ঃ

জমার বিবরণী					খরচের বিবরণী			
তারিখ	অর্থ প্রাপ্তির উৎসের বিবরণী	ব্যাংক ড্রাফট/ চেক নম্বর, ব্যাংক ও শাখার নাম এবং তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ইত্যাদি	টাকার পরিমাণ	মোট প্রাপ্তি	খরচ খাতের বিবরণী	ব্যাংক ড্রাফট/ চেক নম্বর, ব্যাংক ও শাখার নাম এবং তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ইত্যাদি	টাকার পরিমাণ	মোট ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মোট প্রাপ্ত টাকা ঃ					মোট খরচ ঃ			
প্রারম্ভিক মোট ঃ					সমাপ্তির জের ঃ			
সর্বমোট ঃ					সর্বমোট ঃ			

উপজেলা/ইউনিয়ন কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষর

উপজেলা/ইউনিয়ন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর

উপজেলা/ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি

"ফরম-খ"

[উপজেলা ও ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর প্রবিধান ১০(৪) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা/ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির তহবিলের ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী ঃ

তিন মাসের নাম ঃ

অর্থ বৎসর ঃ

খ্রিস্টাব্দ ঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সদস্য সচিবের নাম ও পদবি ঃ

প্রারম্ভিক জের	....মাসের মোট প্রাপ্তি		মোট অর্থ (১+৩)	.....মাসের মোট ব্যয়			.....মাসের অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
	তারিখ	মোট প্রাপ্তি		ব্যয়ের খাত	ব্যয় বিবরণী	মোট ব্যয়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

উপজেলা/ইউনিয়ন কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষর

উপজেলা/ইউনিয়ন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ এর আদেশক্রমে

মোঃ আবুল হোসেন মিঞা
মহাপরিচালক
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও
সচিব
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ।

বাঃসঃমুঃ-২০১৩/১৪-২২২০জি-১০,৩০০ কপি, ২০১৩।